আলোচনা করা হল।

পূজা পর্য্যায় ঃ ভারতীয় দর্শনের গভীরতম প্রকাশ রবীন্দ্রকাব্য এবং সঙ্গীতে সম্পৃক্ত হয়ে, ভাবময়তার এই অতীন্দ্রিয় স্পর্শানুভূতিতে ভাস্বর। ধরা-অধরার লুকোচুরি, বিশ্বাসের পরশে প্রাণ পেয়ে কবিমন সদা এক অনির্ব্বচনীয় স্পন্দন লোকের আলোকে উদ্ভাসিত। সেই রূপময় আনন্দময়ের উদ্দেশ্যে তাঁর সমর্পিত প্রাণ, ভাষার নৈবেদ্য, চরণে নিবেদিত করে কবি হয়েছেন পূর্ণ। কবির বিশ্বাস ছিল এই যে, ভাষার সাথে সুরের মিলনেই মনকন্দরের নিগূঢ়তম অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়। সঙ্গীতই একমাত্র মাধ্যম, যার দ্বারা দুই পক্ষ বিস্তার করে ভাবজগতের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে আরোহণের শিহরণ জাগানো সম্ভব। তাই সঙ্গীতকে মনপুষ্পে রঞ্জিত করে পরম পুরুষ জীবন দেবতাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে গেছেন। বস্তুতান্ত্রিক জগতের জাগতিক সুখ দুঃখের বহু উর্ধ্বে যে পরম আস্বাদময় আধ্যাত্মিক জগতের চরম অনুভূতি, সেটাই তাঁর পূজা পর্য্যায়ভুক্ত সঙ্গীতের প্রতি ছত্রে নানা রঙে, রসে, গন্ধে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যসৃষ্টিতে বিশ্বপ্রকৃতির আনন্দ ও বেদনাকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করে এবং নিজের অন্তরের অনুভূতির মিশ্রণে এক বিস্ময়কর রসের সঞ্চার করেছেন। বেদনার সাথে আনন্দের, বিরহের সাথে মিলনের, মৃত্যুর সাথে অমৃতের যে সম্বন্ধ—রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত সেই চিরঈপ্সিত চিদানন্দময় অধ্যাত্মলোকেরই সন্ধান দেয়। তাই তিনি বস্তু-জগতের রূপ-রস-গন্ধের জয়গানের সাথে সাথে বিশ্বপিতার অপার মহিমারও জয়গান গেয়েছেন—

হে সুন্দর, হে সত্য, তুমি আমায় এ মোহ বাঁধন থেকে মুক্ত করো, শূন্য করে দাও আমার হৃদয়, আর এই শূন্যতার মাঝে আমার হৃদয়াসনে তুমি সুপ্রতিষ্ঠিত হও।

দুঃখের অনলে দহনের মধ্য দিয়ে শোধন করে আমায় সুন্দর করো, আমায় গ্রহণ করো।

কবিমন চলমান জীবনের উত্থান, পতন, চড়াই, উৎরাই পরিক্রমণে যে বিশেষ ভাবময়তা এবং অনুভূতির কষ্টি পাথরে বিশ্বপিতার পদধ্বনি নিজের মধ্যে অনুভব করেছিলেন তা নানা ভাব, ভাষা ও সুরসন্দর্ভ গুণে চিরকালের এক অক্ষয় কীর্ত্তি। রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্য্যায়ের গানগুলি আলোচনা কালে একটি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে—এ পূজা কেবলমাত্র দেবপূজার শুষ্ক আবরণ নয়, আত্মোন্নতির নিমিত্ত কল্প দেবলোকের উদ্দেশ্যে নিবেদন নয়, কোন সাম্প্রদায়িকতার কিংবা আনুষ্ঠানিকতার জালে

এ জড়িত নয়, এ পূজা তল অন্তর পর্যায়ের [illegible] উপাসনা [illegible] সামগ্রিকতার [illegible] বিভিন্ন [illegible] পূজা পর্যায়ের গানগুলিকে [illegible] নানা ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে যেমন-গান, বন্ধু, প্রার্থনা, বিরহ, সাধনা ও সংকল্প, দুঃখ, আশ্বাস, অন্তর্মুখে, আত্মবোধন, জাগরণ, নিঃসংশয়, সাধক, উৎসব, আনন্দ, বিশ্ব, বিবিধ, সুন্দর, বাউল, পথ, শেষ, পরিণয়। অন্য [illegible], বিভিন্ন শ্রেণীর গানের মধ্যে পূজা পর্যায়ের গানই সবচেয়ে বেশী। এই পর্যায়ের মোট গানের সংখ্যা হল ৬১৬। উক্ত উপপর্যায়গুলি এবং উহাদের অন্তর্ভুক্ত গানের আংশিক পর্যালোচনা করা হল।

(ক) গান ঃ (১) "আমার বেলা যে যায়", (২) "জীবন-মরণের সীমানা ছাড়ায়ে", (৩) "তোমারি ঝরনাতলার নির্জনে"।

(খ) বন্ধু ঃ (১) "আমি কেমন করিয়া জানাব", (২) "কত যে তব এই মালা তোমার", (৩) "তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ", (৪) "তোমার সুর শুনায়ে যে ঘুম ভাঙাও", (৫) "মোর প্রভাতের এই প্রথম খনের", (৬) "আজি যত তারা তব আকাশে", (৭) "এত আলো জ্বালিয়েছ এই গগনে"।

(গ) প্রার্থনা ঃ (১) "আজ আলোকের এই ঝরনাধারায়", (২) "বাজাও আমারে বাজাও", (৩) "তোমার সুরের ধারা ঝরে যেথায় তারি পারে", (৪) "সুরের গুরু, দাও গো সুরের দীক্ষা"।

(ঘ) বিরহ ঃ (১) "আমার গোধূলিলগন", (২) "আমার মন তুমি নাথ", (৩) "বিশ্ব যখন নিদ্রামগন", (৪) "সন্ধ্যা হল গো, ও মা"।

(ঙ) সাধনা ও সংকল্প ঃ (১) "যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু", (২) "অরূপ, তোমার বাণী"।

(চ) দুঃখ ঃ (১) "দুঃখ যদি না পাবে ত' দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে", (২) "অত রেখো না আঁধারে আমায় দেখতে দাও", (৩) "কাঁদাও যদি কাঁদাও এবার সুখের গ্লানি সয় না যে আর", (৪) "তোমার বীণা আমার মনোমাঝে"।

(ছ) আশ্বাস ঃ (১) "আলো যে যায় রে দেখা"।

(জ) অন্তর্মুখে ঃ (১) "গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে"।

(ঝ) আত্মবোধন ঃ (১) "নদীপারের এই আষাঢ়ে"।

(ঞ) জাগরণ ঃ (১) "জাগিতে হবে রে"।

(ট) নিঃসংশয় ঃ (১) "জানি হে যবে প্রভাত হবে"।

(ঠ) সাধক ঃ (১) "সুরের গুরু, দাও গো সুরের দীক্ষা"।

(ড) উৎসব ঃ (১) "ওই পোহাইল তিমিররাতি", (২) "ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর"।

(ঢ) আনন্দ ঃ (১) "আঁধার রজনী পোহালো", (২) "আলোর আলোকময় করো হে", (৩) "এ দিন আজি কোন্ ঘরে গো", (৪) "ওই অমলহাতে রজনীপ্রাতে", (৫) "নব আনন্দে জাগো", (৬) "হেরি তব বিমল মুখভাতি", (৭) "আজি এ আনন্দসন্ধ্যা"।

(ণ) **বিশ্ব ঃ** (১) "তোমার হাতের রাখীখানি", (২) "প্রথম আলোর চরণ ধ্বনি", (৩) "মোরে ডাকি লয়ে যাও", (৪) "আকাশ জুড়ে শুনিনু ঐ বাজে", (৫) "আমি জ্বালব না মোর বাতায়নে"।

(ত) **বিবিধ ঃ** (১) "আজি শুভ শুভ্র প্রাতে", (২) "জয় হোক, জয় হোক", (৩) "তিমিরদুয়ার খোলো", (৪) "তোমারি নামে নয়ন মেলিনু", (৫) "ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়" (৬) "শুভ্র আসনে বিরাজো"।

(থ) **সুন্দর ঃ** (১) "আমারে দিই তোমার হাতে", (২) "এ কী সুগন্ধ হিল্লোল বহিল", (৩) "এই যে তোমার প্রেম ওগো", (৪) "ডাকিল মোরে জাগার সাথি", (৫) "প্রভাতে বিমল আনন্দে", (৬) "যদি প্রেম দিলে না প্রাণে", (৭) "মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে"।

(দ) **বাউল ঃ** (১) "আমি তারেই জানি তারেই জানি"।

(ধ) **পথ ঃ** (১) "অশ্রুনদীর সুদূর পারে", (২) "এবার রঙিয়ে গেল হৃদয় গগন", (৩) "হার মানালে, ভাঙিলে অভিমান"।

(ন) **শেষ ঃ** (১) "মধুর, তোমার শেষ যে না পাই", (২) "দিনের বেলায় বাঁশি তোমার", (৩) "দিন অবসান হল", (৪) "রজনীর শেষ তারা গোপনে আঁধারে", (৫) "আঁধার এল ব'লে", (৬) "জানি গো, দিন যাবে এ দিন"।

(প) **পরিণয় ঃ** (১) "তোমায় আমায় মিলন হবে বলে", (২) "আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে"।